বিশ্বকাপের ৫ আইকনিক গোল

● জেড এম সাদ

বিশ্বকাপ ফুটবলের উত্তেজনায় এখন উন্মাতাল বিশ্ব। চার বছরের প্রতীক্ষা শেষে প্রতিটি দেশের মানুষ উন্মুখ হয়ে আছে ফুটবলের সেরা দৃশ্য দেখার জন্য। ফুটবল গোলের খেলা। দৃষ্টিনন্দন একটি গোল একজন দর্শককে মুগ্ধ করে রাখে বহুকাল। ফুটবলের ইতিহাসে চোখ ধাঁধানো অনেক গোলই আইকনের মর্যাদা পেয়েছে। জনপ্রিয় অনলাইন পোর্টাল ব্লিচার রিপোর্ট ডট কম প্রকাশিত ফিচার থেকে তাই পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো বিশ্বকাপের সেরা ৫ আইকনিক গোলের তথ্য।

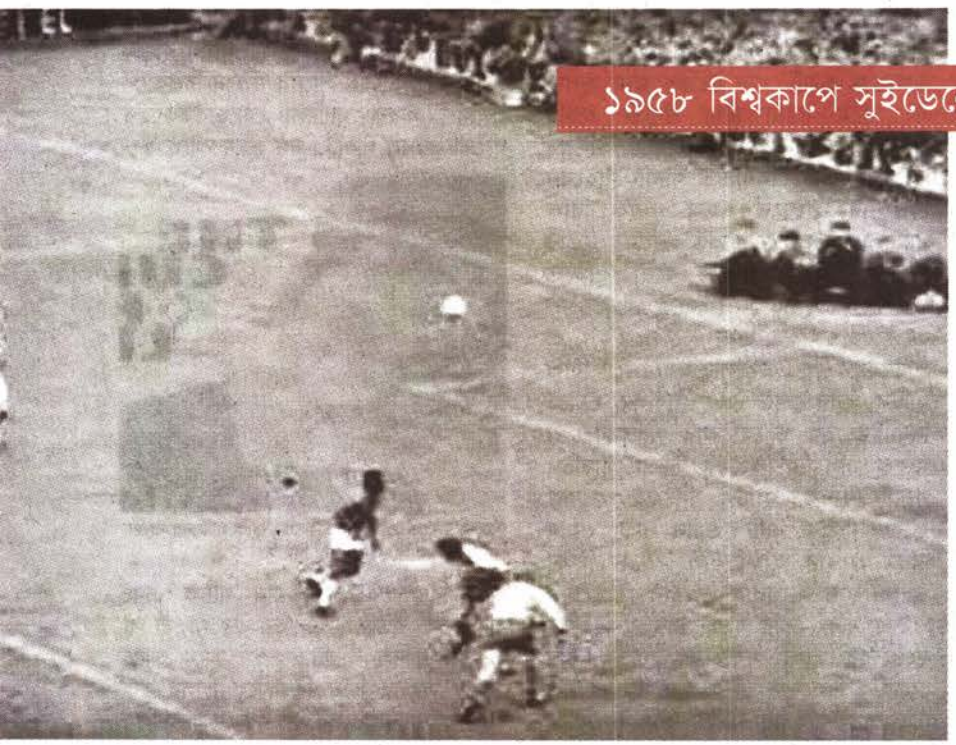

১৯৫৮ বিশ্বকাপে সুইডেনের বিপক্ষে পেলের গোল

ইডেনে অনুষ্ঠিত ১৯৫৮ সালের বিশ্বকাপ স্মরণীয় হয়ে থেকেছে অন্য কারণে। এই বিশ্বকাপেই ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফুটবলার ব্রাজিলের কালো মানিকের উত্থান। কনিষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনালে ওয়েলসের বিপক্ষে গোল করে ম্যাচ জিতিয়ে সবার নজর কাড়েন। সেমিফাইনালে আরো দুরন্ত পেলে। ফ্রান্সের বিপক্ষে করেন হ্যাটট্রিক। কনিষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে সেটিই ছিল প্রথম হ্যাটট্রিক। কিন্তু ওস্তাদের মার শেষ রাতে! তাই তো নিজের সেরা ম্যাজিকটা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন ফাইনালের জন্য। ফাইনালে স্বাগতিক সুইডেনের বিপক্ষে তার গোলটি বিশ্বকাপের সেরা আইকনিক গোল হিসেবে খ্যাতি পেয়েছে। মাত্র ১৭ বছর বয়সী টগবগে এক কালো যুবক করেন সেই চোখ ধাঁধানো গোল। সেই গোলের সুবাদে কালো যুবক খেতাব পান কালো মানিক হিসেবে। ডি বক্স থেকে কিছুটা দূরে এক টাচে বল রিসিভ করে মুহূর্তের মধ্যে সামনে থাকা ডিফেন্ডারকে ফাঁকি দেন। চোখের পলক পড়ার আগেই ডিফেন্ডারকে ধোঁকা দিয়ে তার মাথার ওপর দিয়ে বল নিয়ে তা মাটি স্পর্শ করার আগেই কিক মেরে বল পাঠান একদম জালে। সেই গোলটি আজো ফুটবলপ্রেমীদের মুগ্ধ করে।

১৯৬৬ বিশ্বকাপে পশ্চিম জার্মানির বিপক্ষে জিওফ হার্স্ট

৩০ জুলাই ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৬ বিশ্বকাপের ফাইনাল। যেনতেন ফাইনাল নয়! মুখোমুখি হয়েছিল দুই চিরশত্রু স্বাগতিক ইংল্যান্ড এবং পশ্চিম জার্মানি। ফাইনাল যেমনটা হওয়ার কথা, ঠিক তেমনটিই হয়েছিল। অনেক নাটকীয়তার পর প্রথমবারের মতো শিরোপা যায় ইংলিশ শিবিরে। স্কোর লাইন ইংল্যান্ড ৪, পশ্চিম জার্মানি ২। জয়ের নায়ক ইংলিশ স্ট্রাইকার জিওফ হার্স্ট। করেছিলেন হ্যাটট্রিক। বিশ্বকাপের ইতিহাসে ফাইনালে একমাত্র হ্যাটট্রিকটি তারই। আইকনিক গোলটি ছিল কর্নারের পাস থেকে বাঁ পায়ে দুর্দান্ত কিক, যে কিকে পরাস্ত হয়েছিলেন গোলকিপার। শুধু গোলকিপার নন, মাঠের কেউ তখনো বোঝেনি বলটি ওই পজিশন থেকে গোলে ঢুকে যাবে। তাই তো বিশ্বকাপের ইতিহাসে সেই গোলটি খ্যাতি পেয়েছে আইকনিক গোল হিসেবে।

১৯৭০ বিশ্বকাপে ইতালির বিপক্ষে কার্লোস আলবার্তো

ভাবুন তো এমন একটি গোল, যা পুরো দলকে প্রতিনিধিত্ব করে। এমন একটি গোল, যা কিনা পুরো দলের অসাধারণ নৈপুণ্যকে মানদণ্ড করে। হ্যাঁ, এমন গোলের কথা চিন্তা করলে একটি গোলের কথাই উঠে আসবে, যেটি করেছিলেন ১৯৭০ বিশ্বকাপে ব্রাজিলের কাপ্তান কার্লোস আলবার্তো। তাও আবার ফাইনালে ইতালির বিপক্ষে ম্যাচের ৮৬ মিনিটে! বিশ্বকাপের সেরা আইকনিক গোলের খেতাব পাওয়া আলবার্তো সর্বকালের সেরা ডিফেন্ডারও ছিলেন। আলবার্তোর গোলে অবদান ছিল ব্রাজিলের সোনালি প্রজন্মের অন্যতম সব তারকা পেলে-টোস্টা-রিভেলিনো-গারসন ও জারজিনহোর। মিডফিল্ডার ক্লোডোলাডো আক্রমণ সাজান বাঁ প্রান্ত থেকে। লং পাস বাড়িয়ে দেন রিভেলিনোর দিকে। উড়ন্ত বলকে মাটিতে নামিয়ে রিভেলিনো সেটি বাড়িয়ে দেন উইঙ্গার জারজিনহোর দিকে। জারজিনহো বলটি নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে ডি বক্সের দিকে দেন পেলের উদ্দেশে। পেলে বল নিয়ে শট করার আগেই প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারদের বাধায় পড়েন। তাই নিজে গোলের সুযোগ না নিয়ে সাইডে বাড়িয়ে দেন অধিনায়কের দিকে। আলবার্তো চলতি বলেই মাটি কামড়ানো শটে বল পাঠিয়ে দেন গোলপোস্টের ভেতরে।

১৯৮৬ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যারাডোনার 'হ্যান্ড অব গড'

যদি প্রশ্ন করা হয় ফুটবল বিশ্বকাপের ইতিহাসে কোন গোলটি সবচেয়ে আলোচিত বা সমালোচিত? সবাই একবাক্যে বলবেন 'হ্যান্ড অব গড' গোলটি। হ্যাঁ পাঠক, আর্জেন্টাইন জাদুকর ম্যারাডোনার সেই গোলটি ইতিহাসে ঠাঁই পেয়েছে সেরা আইকনিক গোল হিসেবেই। মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত ১৯৮৬ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সেই গোলটি করেছিলেন ডিয়াগো ম্যারাডোনা। ঘটনার চিত্রপট মেক্সিকো সিটির অ্যাজটেক স্টেডিয়াম। কোয়ার্টার ফাইনালে চিরশত্রু ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচের ৫১ মিনিটে শুধু রেফারিকেই নয়, পুরো স্টেডিয়ামের সবাইকে ফাঁকি দিয়ে হাত গিয়ে গোল করার কৃতিত্ব দেখান '৮৬ বিশ্বকাপ সেরা ম্যারাডোনা, যাতে বোকা বনে যায় দীর্ঘদেহী ইংলিশ গোলরক্ষক পিটার শিলটন।

একই ম্যাচে ম্যারাডোনার 'গোল অব দ্য সেঞ্চুরি'

১৯৮৬ সালে মেক্সিকো বিশ্বকাপের প্রসঙ্গ উঠলেই প্রতিটি মানুষের মানসপটে ভেসে ওঠে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির ছবি। কেননা এই বিশ্বকাপের পর থেকেই ফুটবল বিশ্ব কালো মানিক পেলের পর আরেক নক্ষত্র খুঁজে পায়। এর আগের বিশ্বকাপ অর্থাৎ ১৯৮২ বিশ্বকাপটি নানা কারণেই ম্যারাডোনার কাছে দুঃস্বপ্ন হয়ে ছিল। তাই ১৯৮৬ বিশ্বকাপকে বেছে নিলেন বিরাশির-ভূত তাড়ানোর মিশন হিসেবে। করেছিলেনও তা। তার একক নৈপুণ্যেই সেবার দ্বিতীয়বারের মতো কাপ গিয়েছিল আর্জেন্টিনার ঘরে। এই গোলটিও কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সেই ম্যাচের। ২২ জুনের সেই ম্যাচে ইংলিশ শিবির তখনো 'হ্যান্ড অব গড'-এর বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এর মধ্যেই অবিশ্বাস্য আরো এক গোল করেন ম্যারাডোনা। প্রচণ্ড গতিতে আউট সাইড-ইনসাইড করে ঝড়ের বেগে ছুটে সাত-আটজন ইংলিশ ফুটবলারকে কাটিয়ে অবিশ্বাস্য শারীরিক ভারসাম্য বজায় রেখে অসাধারণ গোল করেন। প্রতিপক্ষকে বোকা বানিয়ে এর চেয়ে দৃষ্টিনন্দন গোল ফুটবল ইতিহাসে আর হয়নি। তাই তো আর্জেন্টাইন এই ফুটবল ঈশ্বরের সেই গোলটি হয়েছে শতাব্দীসেরা, পেয়েছে আইকনিক গোলের খেতাব।